পাপুল কুয়েতের নাগরিক হলে এমপি পদ বাতিল: প্রধানমন্ত্রী

লক্ষ্মীপুর-২ আসনের স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য কাজী শহিদ ইসলাম পাপুল কুয়েতের নাগরিক হলে তার এমপি পদ বাতিল হবে।

আজ বুধবার জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে এসব কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। এর আগে সাত দিন বিরতির পর সকাল ১১টায় সংসদের মুলতবি বৈঠক শুরু হয়।

পাপুল বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী।

সরকারদলীয় সংসদ সদস্য বেনজীর আহমদ-এর প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীরা যাতে করোনা পরবর্তী সময়ে পুনরায় কাজে নিয়োগ পেতে পারে, সেজন্য বিদেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

এই অন্তর্বর্তী সময়ে বিদেশের বাংলাদেশ মিশনের শ্রমকল্যাণ শাখার মাধ্যমে আমরা দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মাঝে প্রায় ১১ কোটি টাকার ওষুধ, ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনার কারণে চাকরিচ্যুত হয়ে কিংবা অন্য কোনো কারণে বিদেশফেরত কর্মীদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য আমরা ইতোমধ্যেই প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের অনুকূলে ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ অনুমোদন করেছি। এছাড়া, করোনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের এবং প্রবাসে করোনায় মৃত কর্মীর পরিবারের উপযুক্ত সদস্যকে প্রবাসীকল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে স্বল্প সুদে ও সহজ শর্তে বিনিয়োগ ঋণ প্রদানের জন্য আমরা ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড থেকে ২০০ কোটি টাকার তহবিল গঠন করেছি। এ সংক্রান্ত নীতিমালা ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিএনপি নেতা অ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে জেলা বিএনপির শোক

মুক্তিযোদ্ধা দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সদস্য ও সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান এ্যাড. আব্দুস সালামের মৃত্যুতে শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে এক শোকবার্তায় মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর নীতি ও আদর্শ এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী দর্শণে গভীরভাবে আস্থাশীল মরহুম আব্দুস সালাম মেহেরপুর জেলা বিএনপি-কে শক্তিশালী, গতিশীল ও সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেছেন।

এছাড়া বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা বিএনপির স্থানীয় নেতাকর্মীদের নিকট অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। আমরা তার মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত ও ব্যথিত হয়েছি।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যবর্গ, আত্মীয়স্বজন, গুণগ্রাহী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

গাংনীর সাহারবাটিতে জেলা

ছাত্রলীগের গাছের চারা রোপন ও বিতরণ

মুজিব বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নে জেলা ছাত্রলীগের ৩ হাজার গাছের চারা রোপন ও বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজামান খোকন।

জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাসির জামান মৃদুলের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা, ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান তৌহিদ মুর্শেদ অতূল, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজামান মনি প্রমুখ।

এসময় গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের নেতা আমিনুল ইসলাম সেন্টু, শিশির, জুবায়ের হোসেন উজ্জলসহ আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ ও সাহারবাটি ইউনিয়নের বিভিন্ন শ্রেনিপেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে বিএনপি নেত্রীর করোনা কালে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

ঝিনাইদহ জেলা জিয়া পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহ সভাপতি সাহিদা ইসলাম শিরিনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে ২১৬জন দরিদ্রের মাঝে মহামারি করোনার সময় এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মঙ্গলবার সকাল থেকে শহরের হামদহ খন্দকার পাড়ার নিজ বাসায় এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

এসময় সাহিদা ইসলাম শিরিন বলেন, আমার ব্যক্তিগত উদ্যোগে এ মহামারি করোনার সময় দরিদ্র মানুষের পাশে দাড়াতে পেরে অনেক ভালো লাগছে। দরিদ্র অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তশালীদের আহবান জানান তিনি।

বিতরণকৃত খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০কেজি চাল, ১কেজি মসুর ডাল, ১কেজি তেল।

হেফাজতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না: আল্লামা শফী

হেফাজতের বিরুদ্ধে কোনো দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না মন্তব্য করেছেন হেফাজতের আমীর আল্লামা শাহ আহমদ শফী।

সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ মন্তব্য করেন তিনি।

আল্লামা শফী বলেন, ‘হযরত রাসুলে কারিম (স) শান-মান, সাহাবায়ে কিরামের আজমতসহ ইসলামের ইজ্জত-সম্মান ও প্রাধান্য সুরক্ষায় হেফাজতে ইসলামের আত্মপ্রকাশ। জাতির এক ক্রান্তিলগ্নে দেশের নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি যখন প্রকাশ্যভাবে আল্লাহ ও তার রাসুল (স) এবং ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়াবলীর সুস্পষ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করে, অপমানকর বক্তব্য প্রদান করে, তখনই হেফাজতে ইসলাম এসবের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে।’

তিনি বলেন, ‘দেশের কোটি কোটি মানুষের ঈমান-আকিদা ও ইসলামী মূল্যবোধ সুরক্ষায় রাজপথে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দেয় এই সংগঠনের কর্মীরা। আবারও যদি কেউ আল্লাহ ও তার রাসুল (স), সাহাবায়ে কিরাম তথা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কথা বলে হেফাজতে ইসলাম পুনরায় গর্জে উঠবে।’

আল্লামা শাহ আহমদ শফী বলেন, ‘নাস্তিক্যবাদী অপশক্তি প্রকাশ্যভাবে হেফাজতে ইসলামের মোকাবিলা করতে পারবে না। ইসলাম বিরোধী ওই

অপশক্তি প্রকাশ্য মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ইদানিং পেছনের দরজায় হামলা করছে বলে মনে হয়। হেফাজতের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে থাকা একটি সিন্ডিকেট জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে আজ নাস্তিক্যবাদীর খেলনায় পরিণত হয়েছে। তারা ভেতরে থেকে হেফাজতে ইসলাম, হেফাজতের ত্যাগী নেতাদের, আমার ও আমার ছেলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে।’

তিনি বলেন, ‘ভেতর থেকে এসব অপপ্রচার করে তারা হেফাজতে ইসলামকে দুর্বল করতে চায়, সংগঠনটির ইমেজ নষ্ট করতে চায় এবং জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা চালাতে চায়।’

বিবৃতিতে আল্লামা শফী বলেন, ‘কোনো সিন্ডিকেট, অপশক্তির ষড়যন্ত্রই এ দেশের ঈমান রক্ষার আন্দোলন হেফাজতে ইসলামকে ধ্বংস করতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। বরং তারাই ধ্বংস হয়ে যাবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘হেফাজতের বিরুদ্ধে কোন দুষ্টচক্রের ষড়যন্ত্র বরদাশত করা হবে না।’

তিনি ষড়যন্ত্রকারী দুষ্টচক্র কর্তৃক হেফাজতে ইসলামের ভেতরকার কল্পিত বিরোধের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য সকলকে আহবান জানান।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

করোনাভাইরাস পরীক্ষায় ফি আরোপ করা গণবিরোধী সিদ্ধান্ত : রিজভী

অবিলম্বে করোনাভাইরাস টেস্টের ফি বাতিল করে বিনামূল্যে নাগরিকদের টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেছেন, করোনাভাইরাস পরীক্ষায় কি নির্ধারণ গণবিরোধী সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বাতিল করে সারাদেশে বিনামূল্যে করোনাভাইরাস টেস্টের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাই।

আজ শনিবার নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন। রুহুল কবির রিজভী বলেন, বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং তার দলের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শঃই দাবি করে বলেন, বিশ্বে বাংলাদেশ নাকি রোল মডেল। কীসের জন্য বাংলাদেশ মডেল? স্বীকার করতেই হবে বাংলাদেশ এখন দুর্নীতির জন্য সারা বিশ্বের কাছে মডেল। কারণ এরা যেমন ‘স্বর্ণের মেডেল’ থেকে স্বর্ণ চুরি করে আবার করোনায় বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বরাদ্দ করা ত্রাণের চাল চুরি ও নকল মাস্কের ব্যবসা করতেও রোল ‘মডেল’ হয়েছে। এখন মরণঘাতী করোনা মহামারীর ভাইরাস পরীক্ষার ওপর ২০০ টাকা ফি আরোপ করার সিদ্ধান্ত বিস্ময়কর। এমনিতেই অর্থনৈতিক সংকট চরমে। মানুষের ঘরে খাবার নেই। হাসপাতালের দ্বারে দ্বারে ঘুরে অসহায়ভাবে পথে-ঘাটে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। প্রয়োজনের তুলনায় পরীক্ষাও হচ্ছে নামমাত্র। এরমধ্যে এই গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো।

তিনি আরও বলেন, মহামারির চিকিৎসা কখনো ব্যক্তিগত উদ্যোগে হয় না। করোনা মহামারীর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের। বিশ্বের কোথাও সরকারিভাবে কোভিড টেস্টে অর্থ নেয়া হয় না। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি কোভিড টেস্টের রেকর্ড দক্ষিণ কোরিয়ার। তারা দিনে ১ লাখের উপর মানুষের কোভিড টেস্টও করেছে। এমনকি এন্টিবডি টেস্টও করেছে। তাদের সমস্ত টেস্টই বিনা মূল্যে করা হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে গরীব দেশ আফগানিস্থানে কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্বের সবচয়ে গরীব দেশ পশ্চিম আফ্রিকার বুরকিনা ফাসো কোভিড টেস্ট বিনামূল্যে করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী কোন দেশেই টেস্ট করাতে ফি নেয় না। উপরন্তু প্রায় প্রতিটা দেশের সরকার স্বেচ্ছাসেবীদের ঘরে ঘরে পাঠাচ্ছে নমুনা সংগ্রহে। টেস্ট করাতে জনগণকে উৎসাহিত করতে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আর আমাদের দেশের শাসকগোষ্ঠী এই মহামারিকেও বানিয়েছে মুনাফা অর্জনের উপলক্ষ। এরা কতটা অমানবিক তার নিকৃষ্টতম প্রমাণ এই ফি ধার্য।

রিজভী বলেন, যেখানে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং সব বিশেষজ্ঞ করোনা সংক্রমণ রোধে টেস্ট বৃদ্ধি করাকেই প্রধান অবলম্বন বলছেন, সেখানে টেস্ট করাতে ফি ধার্যের সিদ্ধান্ত কোনোভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এতে নিম্ন আয়ের মানুষেরা উপসর্গ থাকার পরও করোনা পরীক্ষা করাতে পারবেন না। তাদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশন করা যাবে না। এতে সংক্রমণ দ্রুত বাড়তে থাকবে। লাশের মিছিল কেবল দীর্ঘতর হবে। দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ, মানুষের আয়ের উৎস থেমে গেছে। এমনিতে বেসরকারি

হাসপাতালগুলো সরকার নির্ধারিত সাড়ে ৩ হাজার টাকায় কোভিড টেস্ট করছে না। যে যার মতো ৫-৬ হাজার টাকা পর্যন্ত জনগণের পকেট কেটে নিচ্ছে। সরকার তা নিয়ন্ত্রণের কোনো চেষ্টাই করছে না, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সমস্ত মনোযোগ দুর্নীতি আর লুটপাটে।

রিজভী বলেন, একটি হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের খাবার-দাবারের বিল ২০ কোটি টাকা দেখালেও অভিযুক্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলছেন, কোন দুর্নীতি হয়নি। অথচ প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়িয়ে এই ২০ কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করলেও কোন ব্যবস্থা নেয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। সরকার চারিদিক থেকেই শুধু স্বল্প আয়ের মানুষেরই পকেটে হাত দিচ্ছে। এমনিতেই করোনার অভিঘাতে আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ, এর ওপর বিদ্যুৎ, জ্বালানী, গ্যাস ও পানির মূল্য বৃদ্ধিতে তারা দিশেহারা, এর সাথে করোনা টেষ্টের ফি ২০০ টাকা ধার্য করে সরকার এখন ভ্যাম্পায়ারের ন্যায় রক্তচোষার ভূমিকায়।

তিনি বলেন, কোনো নাগরিক যদি টাকার অভাবে করোনাভাইরাস টেস্ট করতে না পেরে নিজ দেহে করোনা ভাইরাস বহন করে বেড়ায় তাহলে একজন নাগরিক শুধু নিজেরই ক্ষতি করছেন না তিনি অন্যের জন্যও ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবেন। এ কারণেই বিষয়টি নাগরিকদের দায়-দায়িত্বের উপর ছেড়ে না দিয়ে বরং এটি রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, জনস্বার্থে রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগে নাগরিকদের বিনামূল্যে করোনা ভাইরাস টেস্ট করানোর সুযোগ সহজ করবে।

বিএনপির এই নেতা আরও বলেন, এই সরকার নিজেরাও পরিস্থিতি সামাল দিতে পারছে না। বিরোধী দল কিংবা বিশেষজ্ঞদের মতামতকেও তোয়াক্কা করছে না। জনগণের দল বিএনপির পক্ষ থেকে আমরা করোনা পেন্ডামিক ইস্যুতে সরকারকে বরাবরই সহযোগিতা করতে চেয়েছি। সঠিক পরামর্শ দেয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু সরকার সেগুলো কানে নেয়নি।

সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, যে কোনো উপায়ে টাকা আয় করে দলীয় নেতাকর্মীদের লুটপাটের সুযোগ এবং বিদেশে পাচার করে দেয়াই যেন এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানুষকে গুম-খুন-হত্যা করে, মানুষকে ভয় দেখিয়ে এই সরকার নিজেরাই নিজেদের মেয়াদ বাড়িয়ে সময় পার করছে বটে কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে এই সরকারের অদক্ষতা, অজ্ঞতা, অব্যবস্থাপনার খেসারত নাগরিকদের হয়তো জীবনের বিনিময়ে দিতে হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

খালেদা জিয়ার সময় কাটছে যেভাবে

দুই বছরের বেশি সময় ধরে কারাবন্দি থাকার পর মানবিক কারণে দণ্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে ৬ মাসের জন্য মুক্তির তিন মাস পেরিয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার। গত ২৫ মার্চ থেকে গুলশানের বাসা ফিরোজায় আছেন তিনি।

বিএনপি চেয়ারপারসনের ব্যক্তিগত চিকিৎসক টিমের অন্যতম প্রফেসর ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, ‘ওনার স্বাস্থ্যের অবস্থা স্থিতিশীল। উন্নতি হয়নি আবার অবনতিও হয়নি। পূর্ণ সুস্থতার জন্য দীর্ঘ সময় লাগবে। আধুনিক চিকিৎসারও প্রয়োজন হবে। বাসায় থেকে সেটি সম্ভব হচ্ছে না।’ ৭৫ বছর বয়সি খালেদা জিয়া রিউম্যাটয়েড আথ্রাইটিস, ডায়াবেটিস, চোখ ও দাঁতের সমস্যায় ভুগছেন।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিদেশে চিকিৎসার জন্য যেতে পারছেন না তিনি। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সরকারের কাছে অনুমতি চাইবেন চিকিত্সা নিতে বিদেশে যাওয়ার জন্য। লন্ডনে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

এদিকে করোনার মধ্যে আত্মীয়দের সান্নিধ্যে সময় কাটছে খালেদা জিয়ার। প্রায় প্রতিদিনই বিকেল বা সন্ধ্যায় ফিরোজায় যান বোন সেলিমা ইসলাম, ভাই শামীম এস্কান্দার ও তার স্ত্রী কানিজ ফাতেমা। মাঝেমধ্যে যান ভাতিজা শাফিন এস্কান্দার ও তার স্ত্রী অরনী এস্কান্দার, ভাতিজা অভিক এস্কান্দার ও ভাগ্নে শাহরিয়া হক। এ ছাড়া তার সময় কাটে নামাজ-এবাদত, পত্র-পত্রিকা পড়ে ও টিভি দেখে। খালেদা জিয়া নিয়মিত ফোনে লন্ডনে তার বড় ছেলে তারেক রহমানের সঙ্গে কথা বলেন। কুশল বিনিময় করেন পুত্রবধূ ডা. জোবাইদা রহমান ও নাতনি জাইমা রহমানের সঙ্গে। ছোট ছেলে মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী ও সন্তানদের সঙ্গেও প্রতিদিন কথা বলেন বেগম জিয়া। প্রয়োজন মতো দলের নেতাদের সঙ্গেও কথা বলছেন।

জানা গেছে, ২৫ সেপ্টেম্বর তার মুক্তির সময়সীমা ৬ মাস শেষ হওয়ার আগেই মেয়াদ বৃদ্ধি এবং দণ্ডাদেশ বাতিলের আবেদন করা হতে পারে।

সূত্র- ইত্তেফাক

দেশে ভয়াবহ কর্তৃত্ববাদী দুঃশাসন চলছে: ফখরুল

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, দেশে ভয়াবহ কর্তৃত্ববাদী দুঃশাসন চলছে। জুলুমবাজ বর্তমান শাসকগোষ্ঠী দেশকে বিরোধী দলমুক্ত করে বাকশালী শাসনকে চিরস্থায়ী করতে চাইছে।

এজন্য করোনাভাইরাসের এই মহাদুর্যোগের মধ্যেও বিরোধী নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের মাধ্যমে কারান্তরীণ করতে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করার জন্য বিরোধী দলের ওপর এই করোনাকালেও ধারাবাহিক নিপীড়ন-নির্যাতনের কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে সরকার।

বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব এসব কথা বলেন।

খুলনা জেলা বিএনপি’র যুগ্ম সম্পাদক আবু হোসেন বাবুকে গ্রেফতারের ঘটনায় নিন্দা জানিয়ে মির্জা ফখরুল বলেন, বুধবার পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তার করোনা পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ হলে বৃহস্পতিবার সকালেই পুলিশ তাকে মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলায় গ্রেফতার করেছে।

বিএনপি মহাসচিব বলেন, সদ্য সেরে ওঠা করোনা আক্রান্ত রোগীকেও মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করতে দ্বিধা করছে না সরকার। আবু হোসেন বাবু সেই হিংস্র বর্বতারই নির্মম শিকার হলেন।

বিধানানুযায়ী তাকে আরও ১৪ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার কথা। অথচ সেটি না করে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। অসুস্থ বাবুকে গ্রেফতার সরকারের অবিরাম দমন নীতিরই বহিঃপ্রকাশ।

বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল অবিলম্বে আবু হোসেন বাবুর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা প্রত্যাহার ও নি:শর্ত মুক্তির দাবিও জানান।

সূত্র-যুগান্তর

বাজেটের কপি ছেঁড়া সংসদের প্রতি চরম অবমাননা: ওবায়দুল কাদের

সংসদ ভবনের সামনে বাজেটের কপি ছিঁড়ে ফেলা সংসদের প্রতি চরম অবমাননা বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। তিনি বলেন, এটি মহান সংসদের প্রতি চরম অবমাননা। এটি তাদের (বিএনপির সংসদ সদস্যদের) শপথ ভঙ্গেরও শামিল। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই।

তিনি বলেন, জাতির ক্রান্তিকালে তারা দায়িত্বশীল আচরণ করেনি। তারা চেয়েছিল, সংসদ যাতে কোনও বাজেট পাস না করে। বাজেট ছাড়া একটি রাষ্ট্র তারা দেখতে চেয়েছিলেন। তারা দেশে একটি হতাশাজনক অবস্থা দেখতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা মানুষের মধ্যে আশার আলোর সঞ্চার করতে পেরেছি, যা এই মহামারী পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজন।

বৃহস্পতিবার বিকালে সংসদ ভবন এলাকার সরকারি বাসভবন থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট অনুমোদন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ওবায়দুল কদের বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই মহামারীর সময়ই আমাদের বাজেট প্রণয়ন করতে হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের আর্থিক বছরের গণনা আমাদের চেয়ে ভিন্ন হওয়ায় (যেমন জানুয়ারি টু ডিসেম্বর, এপ্রিল টু মার্চ, অক্টোবর টু সেপ্টেম্বর) তাদের এই সময়ে বাজেট করতে হয়নি। দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশ এবং দক্ষিণ গোলার্ধের কিছু দেশে আমাদের মতো জুলাই থেকে জুন আর্থিক বছর ধরা হয়।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ৫ লক্ষ ৬৮ হাজার কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ এই সময়ে যেসব দেশ বাজেট প্রণয়ন করেছে, তাদের অধিকাংশই করোনা পরিস্থিতির কারণে তাদের বাজেট উল্লেখযোগ্যভাবে সংকোচন করেছে। কোনও কোনও দেশ বাজেট

দিতে ব্যর্থ হয়ে বিশেষ আইনের সহায়তায় বাজেট প্রণয়ন স্থগিত করেছে। এই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার দুই একটি দেশসহ (যেমন পাকিস্তান) পৃথিবীর অনেক দেশে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, কোভিড-১৯-এর প্রভাবে দেশের স্বাস্থ্যখাতে যে সাময়িক প্রয়োজন উদ্ভূত হয়েছে তা মেটানো এবং অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে যে ক্ষয়-ক্ষতি সৃষ্টি হবে তা পুনরুদ্ধারের কৌশল বিবেচনায় নিয়ে এই বাজেট প্রস্তুত করা হয়েছে। এটি আওয়ামী লীগ সরকারের ১৭তম এবং বর্তমান মেয়াদের দ্বিতীয় বাজেট। এ বাজেটে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং করোনাভাইরাস মোকাবেলায় জীবন ও জীবিকা রক্ষার উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য, কৃষি, কর্মসৃজন ও সামাজিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এছাড়া আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস আরও জোরদার করা হবে। আমাদের সরকার দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১) অনুমোদন করেছে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমাদের স্মরণ রাখা প্রয়োজন, গত এক দশকেরও অধিক সময় ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যদি দেশের এই অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক উন্নয়ন না করলে এই পেনডেমিক পরিস্থিতিতে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হতো। অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রী যদি ২০০৯ এর পর দেশে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর উৎপাদন বৃদ্ধি না করতেন, তাহলে এই পেনডেমিকে এদেশের মানুষ বিদ্যুৎবিহীন দুঃসহ পরিস্থিতি কীভাবে সহ্য করতো আর হাসপাতালগুলো কীভাবে চলতো, সেটি আমরা চিন্তাও করতে পারছি না।

এই বাজেটে কৃষি খাত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত জানিয়ে তিনি বলেন, কৃষিতে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমাদের উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে আমরা চাল উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছি। করোনাত্তোর কৃষিখাতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উৎপাদন, বাজারজাতকরণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করার মাধ্যমে খাদ্য সঙ্কট যাতে তৈরি না হয় সেদিকে নজর দেওয়াই আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। করোনা-পরবর্তী পরিস্থিতিতে কোনভাবেই যাতে খাদ্য সঙ্কট সৃষ্টি না হয় সে জন্য এক ইঞ্চি আবাদি জমিও ফেলে না রাখার জন্য

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণে আমি কৃষি মন্ত্রণালয় ও তার সকল সহযোগী সংস্থাগুলোকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্দেশনা দিয়েছেন।

এসময় বাঙালির সব অর্জনের পেছনে আওয়ামী লীগের অবদান রয়েছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, জাতির পিতার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক স্বাধীনতাই এনে দেয়নি, এই স্বাধীনতাকে অর্থবহ করার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যা যা করা প্রয়োজন ছিল তার সবকিছুই করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি অর্জিত হয়েছে। স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রতীক আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়।

তিনি আরও বলেন, মোটা দাগে বলতে গেলে, বাঙালি জাতি হিসেবে এ পর্যন্ত যা কিছু পেয়েছে, তার সবকিছুই দিয়েছে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ; দিয়েছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু এবং দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশের সব অর্জন শেখ হাসিনার কারণেই। পিতার মতো তিনি দেশের মানুষকে ভালোবেসে পুরো জীবন উৎসর্গ করেছেন। শেখ হাসিনা নিজের দর্শন-চিন্তা- কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে সমুজ্জ্বল হয়ে আছেন বাঙালির হৃদয়ে।

যুগান্তর রিপোর্ট

কাম ফর হিউম্যানিটি’র গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন

মেহেরপুরে গাংনী উপজেলা শাখার অরাজনৈতিক ও মানব কল্যাণধর্মী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কাম ফর হিউম্যানিটি-সিএফএইচ এর কমিটি গঠন। আজ বৃহষ্পতিবার চিৎলা ফার্মে আম্রকাননে এর কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী আগামী ১ বছরের জন্য ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কাম ফর হিউম্যানিটি গাংনী উপজেলা শাখার কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সবুজ আহমেদ খানকে সভাপতি ও বিপুল হাসানকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি অনুমোদন দেয় কাম ফর হিউম্যানিটির সভাপতি মামুন অর রশিদ বিজন ও সাধারণ সম্পাদক তানভীর আহমেদ সাজু।

নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি সবুজ আহম্মেদ খান, সহ-সভাপতি শাকিল পারভেজ, শাহরিয়ার আহম্মেদ রিক্ত, চপল আহম্মেদ, মোঃ রকিবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মোঃ বিপুল হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সোহরাব হোসেন (চিৎলা), আবু সাঈদ, খাইরুজ্জামান রবিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ শিহাবুর রহমান, সোহরাব হোসেন (শানঘাট), মুজাহিদ খান জাহিদ, দপ্তর সম্পাদক মোঃ উমায়ের (অর্ক), উপ-দপ্তর সম্পাদক মোঃ নাসিম, প্রচার সম্পাদক মোঃ সামি উল ইসলাম, উপ-প্রচার সম্পাদক শাহরিয়ার, সাংস্কৃতিক সম্পাদক শশী মণি,

উপ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোঃ নাহিদ হোসেন, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ মিঠুন হাসান, সহ-পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আমির হামজা, অর্থ বিষয়ক সম্পাদক আশিকুজ্জামান, সহ-অর্থ বিষয়ক সম্পাদক তপু রায়হান, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক শিলা ঊষা, সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুরভী খাতুন, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক শাহিন রেজা (দেবীপুর) সহ-সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক শেহজাদ নূরানী শাওন।

এসময় সংগঠনের সভাপতি মামুন অর রশিদ বিজন নবনির্বাচিত কমিটিকে শক্তিশালী ভাবে গাংনী উপজেলা তথা মেহেরপুর জেলার উন্নয়নে ও তরুণ সমাজকে একত্রিত করে বৃহৎ সামাজিক নেটওয়ার্ক তৈরির আহবান জানান। সেই সাথে আগামী ১ মাসের মধ্যে গাংনী উপজেলার সকল ইউনিটে কমিটি গঠনের নির্দেশনা দেয়।

তিনি আরও বলেন, কাম ফর হিউম্যানিটি বিগত ২০১৭ সাল থেকে মেহেরপুর জেলার তরুণ ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলা তথা সমগ্র বাংলাদেশের কল্যাণমূলক কাজের মধ্য দিয়ে। নবনির্বাচিত কমিটির জন্য শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান কেন্দ্রীয় কমিটি।